আদর্শ সৌধ আদিনা

গাজোল, ১৬ এপ্রিল ঃ গৌড়বঙ্গের অন্যতম ঐতিহাসিক নিদর্শন আদিনা মসজিদের মুকুটে যোগ হল আরও একটি বিশেষ পালক। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ 'আদর্শ সৌধ ২০১৮' হিসাবে ঘোষণা করল আদিনা মসজিদকে। এই ঘোষণার ফলে বাড়তি বেশ কিছু সুযোগসুবিধা পেতে চলেছে এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি। এদিন আদিনা মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের পরিচালনায় শুরু হয় স্বচ্ছতা পক্ষ অভিযান। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসাবে ১৬ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত পালিত হবে স্বচ্ছতা পক্ষ অভিযান। এই কর্মসূচিতে দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মী ছাড়াও সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেছে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সহ স্থানীয়রা।

এদিন এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এসে সহায়ক অধীক্ষক রতন দাস জানান, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আদিনা মসজিদ পরিদর্শনে আসেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ কলকাতার মুখ্য অধীক্ষক ড. জি মহেশ্বরী। তিনি এই মসজিদের আয়তন, সাজানো গোছানো ফুলের বাগান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখে মুগ্ধ হন। এরপর তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানান দিল্লিতে। এরপরই সবদিক বিবেচনা করে আদিনা মসজিদকে আদর্শ সৌধ ২০১৮ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এর আগে পশ্চিমবঙ্গের হাজারদুয়ারি, কোচবিহার, বিষ্ণুপুর-এর কিছু নির্দশন আদর্শ সৌধ হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। এবার মালদার আদিনা মসজিদ আদর্শ সৌধ হিসাবে ঘোষিত হল। এর ফলে বাড়তি বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে। যেমন উন্নতমানের শৌচালয়, পরিস্রুত পানীয় জল, পার্কিং, বসার ব্যবস্থা, ক্যাফেটেরিয়া, বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের জন্য বিশেষ ক্যাম্প, সংস্কারের জন্য আরো বেশি করে টাকা প্রভৃতি পাওয়া যাবে। আদিনা মসজিদে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সম্পর্কে বলতে গিয়ে রতনবাবু জানান, আদিনা মসজিদটি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তি। রাজ্য সরকার কেন ওই প্রকল্প নিয়েছিল। তা বোধগম্য নয়। তবে সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে তা আবার চালু করার বিষয়টি দেখছি। এছাড়াও এবার থেকে আদিনা মসজিদে প্রবেশের জন্য টিকিটের ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। টিকিটের দাম হতে পারে ১৫ টাকা। এদিন স্বচ্ছতা পক্ষতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় একটি করে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সাবান এবং টুপি। পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ সাহা জানালেন, স্বচ্ছতা পক্ষ অভিযানে আমরা সকলেই উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিয়েছি। সেই সঙ্গে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কাছে বেশ কিছু সুযোগসুবিধার আবেদন জানিয়েছি। একই সঙ্গে আমরা শপথ নিয়েছি সবসময়ই নিজেদের এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সবরকম উদ্যোগ গ্রহণ করব।

কার্যালয় দখল

নাগরাকাটা, ১৬ এপ্রিল ঃ সুলকাপাড়ায় সারা ভারত কৃষকসভার নাগরাকাটা থানা কমিটির সাংগঠনিক কার্যালয় দখলের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ওই সংগঠন এবং সিপিএমের স্থানীয় নেতাদের অভিযোগ, সোমবার দুপুরে তৃণমূলের কর্মীরা এসে তাঁদের কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বাইরে শাসকদলের ঝান্ডা লাগিয়ে দেয়। সিপিএম নেতা রামলাল মুর্মু বলেন, 'কার্যালয়টি যে আমাদের তা সকলেই জানে। আমাদের কাছে কার্যালয়ের নথিপত্রও আছে। পুলিশকে সবকিছু জানানো হচ্ছে। রবিবারও ওই কার্যালয়ে একবার তালা ঝোলানো হয়।' তৃণমূল অবশ্য অফিস দখলের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। দলের সুলকাপাড়া অঞ্চল কমিটির সভাপতি লতিফুল ইসলাম (বুবুন) বলেন, 'ওটা আমাদেরই কার্যালয় ছিল। বরঞ্চ সিপিএম-ই দখল করে রেখেছিল। পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে ওরা ফের অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা শুরু করেছে। তাই এলাকাবাসী কার্যালয়টি ফের আমাদের দখলে নিয়ে এসে দলীয় ঝান্ডা লাগিয়ে দেয়।'

প্রতিবাদ মিছিল ।। *কাঠুয়া গণধর্ষণ কাণ্ডের প্রতিবাদে পথে নামল ময়নাগুড়ির ছাত্রসমাজ। সোমবার ময়নাগুড়িতে বিভিন্ন কলেজের পড়ুয়ারা মুখে কালো কাপড় বেঁধে মৌন মিছিল করে। মিছিলটি ময়নাগুড়ি শিশু উদ্যানের সামনে থেকে শুরু হয়ে দুর্গাবাড়ি মোড়, পোস্ট অফিস মোড় হয়ে ট্রাফিক মোড়ে এসে শেষ হয়। মিছিলে শামিল হওয়া অনুরাধা বর্মন, পরেশ সরকার, জয়ন্ত রায়রা বলেন, প্রতি মুহূর্তে মহিলারা নির্যাতিত হচ্ছেন। তাই মহিলাদের নিরাপত্তার দাবিও জানানো হয়েছে এই মিছিল থেকে।*

বেডরোল নয়, বেডিং নিয়ে কেন্দ্রে যেতে হবে ভোটকর্মীদের

রায়গঞ্জ, ১৬ এপ্রিল ঃ তুলাইপাঞ্জি চালের ভাত। সেই সঙ্গে দেশি মুরগির মাংসের ধোঁয়া ওঠা ঝোল। আপ্যায়নের এমন খবরে খুশিতে ডগমগ হয়েছিলেন উত্তর দিনাজপুরের ভোটকর্মীরা। কিন্তু ফের নতুন করে চিন্তার ভাঁজ পড়তে পারে অনেকের কপালে। খাওয়ার পর শোওয়ার কী হবে। কারণ, এবারে নাকি আর্থিক অনটন রয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটে তাই ভোটকর্মীদের কোনো বেডরোল দেওয়া হবে না। বাড়ি থেকেই নিয়ে যেতে হবে বেডরোল। সরকারিভাবে এমন ঘোষণা অবশ্য করা হয়নি। তবে নানা মুখে এধরনের কথা শুনে অনেকেই চিন্তিত। ভুরিভোজের পর বিছানার অভাবে যদি ঘুম না হয়, তবে কাজ হবে কীভাবে। এ প্রশ্নের উত্তরই এখন খুঁজছেন ভোটের গুরুদায়িত্ব পালনে মনোনীত সরকারি কর্মচারীরা। এর আগে এই জেলার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বেডরোল তৈরি করে ভোটকর্মীদের দেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন জেলাশাসক স্মিতা পান্ডে ও জেলা গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প নির্দেশক অশোককুমার মোদকের হাত ধরে এই বেডরোল ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। ভোটগ্রহণের আগের দিন রাতে বুথে পৌঁছে ভোটকর্মীরা যাতে সুন্দরভাবে বিশ্রাম করতে পারেন, সে কথা চিন্তা করে ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে এই বেডরোল ব্যবস্থা চালু করেছিল উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। বাড়ি থেকে বিছানাপত্র বহন করে নিয়ে যাওয়ার হ্যাপা থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি হয়েছিল ভোটের দায়িত্বপালন করা সরকারি কর্মচারীরা।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে চালু এই বেডরোল ব্যবস্থাকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করেছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং এই বেডরোল ব্যবস্থা চালুর জন্য রাষ্ট্রপতি সম্মান পেয়েছিল উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। সেই বেডরোল ব্যবস্থা এবারের পঞ্চায়েত ভোটে থাকছে না। এমনি খবর প্রশাসন সূত্রে। এর পেছনে কারণ অবশ্যই আর্থিক। প্রশাসন সূত্রে খবর, এবারের পঞ্চায়েত ভোটে উত্তর দিনাজপুরের ১৮২৮টি বুথে ভোটগ্রহণের জন্য যাওয়া ৫ জন করে কর্মীর জন্য মোট ৯১৪০টি বেডরোল দরকার। এর সঙ্গে অন্তত ১০ শতাংশ বাড়তি বেডরোল রিজার্ভ রাখতে হয়। সেই হিসাবে কমবেশি ১১ হাজারের মতো বেডরোল লাগত। কিন্তু প্রশাসনের কাছে বেডরোল আছে ৯ হাজারের কিছু কম। ২০১৪ সালে বুথ সংখ্যা ও বুথ প্রতি ভোটকর্মী সংখ্যা কম থাকায় সেইমতো তৈরি হয়েছিল বেডরোল। সেই বেডরোল দিয়ে ২০১৫তে পুর নির্বাচন, ২০১৬তে বিধানসভা নির্বাচন সহ ২০১৭ তে রায়গঞ্জ পুরনির্বাচন হয়েছিল।

২০১৪তে তৈরি বেডরোলগুলির কিছু নষ্ট হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মে। জেলা প্রশাসনের গোডাউনে মজুত বেডরোলগুলি ঝাড়াই বাছাই করে ব্যবহার যোগ্য করে তোলা সত্ত্বেও এবারের পঞ্চায়েতে নতুন কিছু বেডরোল তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। নতুন করে প্রায় ৩ হাজার বেডরোল তৈরি করতে হত। এজন্য খরচ হত ১২-১৩ লক্ষ টাকা। এই টাকা আসবে কোত্থেকে? পঞ্চায়েত ভোটে খরচ জোগায় রাজ্য। আর্থিক ঋণে কাহিল রাজ্যের কাছে এই বেডরোল বাবদ বাড়তি টাকা চাইলে তা মিলবে কিনা সে ব্যাপারে ধন্দে ছিল প্রশাসন।

যার পরিণতি হিসাবে এবারের পঞ্চায়েত ভোট বুথে ভোটগ্রহণের জন্য যাওয়া ভোটকর্মীদের হাতে বেডরোল তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা বাতিলের পথে। উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন এবারে ভোটকর্মীদের সুবিধার্থে বেডরোল দিতে পারছেনা তা এখনো সরকারিভাবে জানানো হয়নি। চেষ্টা চলছে যদি কোনোভাবে অর্থের ব্যবস্থা নতুন প্রয়োজনীয় বেডরোল তৈরি করা যায়। সে জন্যে এখন অপেক্ষার পালা। যদিও বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, অর্থের ব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা ভোটের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গেই কমছে। তাই এবারের পঞ্চায়েতে ভোটকর্মীদের ফের বাড়ি থেকে বিছানাপত্র নিয়ে বুথে যেতে হবে।

বুলেটের খোল হাতে থানায় মহিলারা

রায়গঞ্জ, ১৬ এপ্রিল ঃ রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতী তাণ্ডব রায়গঞ্জ শহরের দক্ষিণ সোহারই এলাকায়। বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করার অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রবিবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে সোহারই গ্রামে। ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার দুপুরে এলাকার মহিলারা একজোট হয়ে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, রবিবার মাঝরাতে ওই এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতী বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ে এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। শাসকদলের দুষ্কৃতীরা বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ভয় ও সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করার জন্যই এমন ঘটনা ঘটিয়েছে। এদিন দুপুরে গুলির খোল হাতে নিয়েই রায়গঞ্জ থানায় হাজির হন মহিলারা। এলাকার মহিলারা একজোট হয়ে রায়গঞ্জ থানায় হাজির হয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুই দুষ্কৃতী মুন্না মাহাতো ও জয়ন্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এলাকার মহিলাদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিরোধী প্রার্থীদের বেছে বেছে হুমকি দিচ্ছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এলাকায় আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে তারা। অবাধ এবং শান্তিতে ভোট করা, এলাকায় শান্তিপ্রতিষ্ঠা করার জন্য পুলিশের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশ দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেফতার না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হওয়ার হুমকি দিয়েছেন দক্ষিণ সোহারই এলাকার মহিলারা।

এদিন কংগ্রেস-সিপিএম জোট প্রার্থী কাজলি বিশ্বাসের অভিযোগ, মনোনয়নপত্র তোলার জন্য বারবার চাপ দিচ্ছিল মুন্না মাহাতো ও জয়ন্ত বিশ্বাস। তাতেও মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় আমার ভাই সুশীল বিশ্বাসকে লক্ষ করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বরাতজোরে বেঁচে যান সুশীল সহ তাঁর বন্ধুরা। এরপর সুশীলের চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনে গ্রামের বাসিন্দারা বের হয়ে এলে সেখান থেকে চম্পট দেয় মুন্না মাহাতো ও জয়ন্ত বিশ্বাস ওরফে টাইগার। জোটপ্রার্থী কাজলিদেবীর আরও অভিযোগ, জয়ন্ত বিশ্বাসের বউদি শম্পা বিশ্বাস তৃণমূলের হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছেন। সেই কারণে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য বারবার চাপ দেওয়া হচ্ছে আমাকে। এদিকে তৃণমূল প্রার্থী শম্পা বিশ্বাসের অভিযোগ, গতকাল গভীর রাতে এলাকার ছিন্নমস্তা কালীপুজোর মেলা থেকে ফেরার সময় দেওর জয়ন্ত ও তাঁর বন্ধুদের বাড়ি যাওয়ার পথ আটকে মারধর করে জোট সমর্থকরা। এরপর এই হট্টগোল শুনলে দেওরকে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে ছাড়িয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। তৃণমূল প্রার্থী শম্পাদেবীর অভিযোগ, ভাঙচুর চালানো হয় বাড়ির সামনে অস্থায়ী তৃণমূল পার্টি অফিসে। যদিও শম্পাদেবীর অভিযোগ মানতে নারাজ জোটপ্রার্থী কাজলি বিশ্বাস। কাজলিদেবী বলেন, নিজেদের অন্যায় ঢাকবার জন্য মিথ্যা কথা বলেই চলেছেন তৃণমূল প্রার্থী শম্পা বিশ্বাস। এদিকে তৃণমূল প্রার্থী শম্পা বিশ্বাস জোটপ্রার্থীর অনুগামীদের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ সুপার শ্যাম সিং বলেন, দুই তরফের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করছে পুলিশ।

কার্যালয় উদ্‌বোধন

বানারহাট, ১৬ এপ্রিল ঃ সোমবার বানারহাট এলআরপি মোড় সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি কার্যালয়ের উদ্‌বোধন হয়। নির্বাচনি কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য তৈরি এই কার্যালয়টি তৃণমূলের বানারহাট এলাকার পর্যবেক্ষক রাজেশ সিং উদ্‌বোধন করেন।

রেঞ্জ অফিসার পুরস্কৃত

রাজগঞ্জ, ১৬ এপ্রিল ঃ বনজ সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বেলাকোবার রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্তকে পুরস্কৃত করল ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কনট্রোল ব্যুরো। ভারত সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অধীনস্থ ওই বিভাগ থেকে শংসাপত্র ছাড়াও কিছু নগদ অর্থ দেওয়া হয়েছে। সোমবার দিল্লি থেকে শংসাপত্রটি সঞ্জয়বাবুর কাছে পৌঁছেছে বলে তিনি জানিয়েছেন। ২০১৭-১৮ সালে ভালো কাজের জন্য ওই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এর আগেও তিনি ভালো কাজের জন্য একাধিকবার পুরস্কার পেয়েছেন। বেলাকোবা রেঞ্জ অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, সঞ্জয় দত্তের নেতৃত্বে গত দু-বছরে ১৭টি চিতাবাঘের চামড়া, দুটি জ্যান্ত প্যাঙ্গলিন (বনরুই), ২০ কেজি বনরুইয়ের আঁশ, বন্যপ্রাণীর হাড় এবং হাতির দাঁত সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর দেহাংশ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের কাঠ উদ্ধার হয়েছে। সব মিলিয়ে ৪৭৫ জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। সঞ্জয়বাবু আরও বেশি আলোড়ন ফেলেছিলেন বিভিন্ন ধাপে ১১ জার সাপের বিষ উদ্ধার করে। বুলেটপ্রুফ জারে থাকা ওই বিষের মূল্য প্রায় ৬০০ কোটি টাকা বলে রেঞ্জ অফিস সূত্রে জানানো হয়েছে। এদিন ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কনট্রোল ব্যুরোর অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর তিলোত্তমা ভার্মার স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র সঞ্জয় দত্তের কাছে পৌঁছেছে।

Aliah University
A UGC approved autonomous Institution under MA & ME Department, Govt. Of West Bengal
IIA/27, New Town Campus, Action Area-II, Kolkata-700160
Ph: +918584853810 (10 AM to 5 PM)
AUAT-2018

Advt. No. AU/Admn-3/18 Date: 16.04.2018

Aliah University Admission Test (AUAT)-2018

Extension of online application for AUAT-2018

Applications are invited to appear in Entrance Test (AUAT 2018) for admission to various **UG courses in Arts, Science, Engineering, Integrated Management, Islamic Theology, Nursing, B.Ed and Lateral Entry (B. Tech) Programmes.**

The online application for all UG and B.Ed. courses has been extended up to 22nd April 2018. The Admission Test will be held on 12th & 13th May 2018 for all UG and B.Ed. programmes.

For further details see the website http://www.aliah.ac.in(AUAT-2018).

Sd/-
Registrar

অধিক তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন - টাটা মোটর্স লি. - 85848 65758, 76030 37356, 85848 65772, 70330 95188, অনুমোদিত ডীলারশিপ - লেক্সাস্ মোটর্স লি. - উত্তর 24 পরগণা, দক্ষিণ 24 পরগণা, হাওড়া, হুগ্‌লি, কলকাতা - 98304 18625, 90739 62005, ফ্রেন্ড্‌স মোটর কার্ কোং. লি. - উত্তর 24 পরগণা, দক্ষিণ 24 পরগণা, হাওড়া, হুগ্‌লি, কলকাতা - 90739 00288, ভাণ্ডারী অটোমোবাইল্‌স প্রা. লি. - উত্তর 24 পরগণা, দক্ষিণ 24 পরগণা, হাওড়া, হুগ্‌লি, কলকাতা - 90880 89000, পরজ মোটর্স পূর্ব মেদিনীপুর - পশ্চিম মেদিনীপুর - 80010 00830, গতি মোটর্স বর্ধমান, বীরভূম, দুর্গাপুর - 97342 20661 - আর. এইচ. অটোমোবাইল্‌স বাঁকুড়া, পুরুলিয়া - 91633 61260, 97484 02634, ও.এস্.এল্. অটোমোটিভ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার - 80160 00942, 98000 03426, 80160 00945, বিনায়ক আটোট্রেড প্রা. লি. নদীয়া, মুর্শিদাবাদ - 80179 96222, দুর্গা অটোমার্ট মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর - 74777 90123
Rediffusion-Y&R/Mum/TM/0660 BN